# কারক ও বিভক্তি

রূপশ্রী ঘোষ

# কারক কাকে বলে

- ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য কিংবা সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় কারক।
- ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের সব পদের সম্বন্ধ সব সময় নাও থাকতে পারে। ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে তখন হবে অকারক সম্বন্ধ পদ।
  - যেমন - 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে'।
  - কে চেনে? বেদেয়, কী চেনে? হাঁচি।
  - এখানে 'সাপের' সঙ্গে চেনে ক্রিয়াপদের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং সাপের অকারক সম্বন্ধ পদ।

# উদাহরণ

পঞ্চায়েত প্রধান তাঁর অফিসে বন্যার্তদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে কর্মচারীদের দিয়ে ত্রাণসামগ্রী বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন।

| কে? | কী? | কার দ্বারা? | কার জন্য?<br>নিমিত্ত | কোথা থেকে? | কোথায়?<br>স্থান, কাল, সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| পঞ্চায়েত প্রধান | ত্রাণসামগ্রী | কর্মচারীদের দিয়ে | বন্যার্তদের জন্য | সরকারি তহবিল থেকে | তাঁর অফিসে |
| কর্তৃ | কর্ম | করণ | নিমিত্ত | অপাদান | অধিকরণ |

# বিভক্তি

- বিভিন্ন কারকের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি বা অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের নামপদের যে সম্পর্ক বিভক্তি তা সাধন করে।
- বাংলায় বিভক্তির সংখ্যা চার। ‘এ’, ‘কে', ‘রে', ‘তে' এছাড়া শূন্য বিভক্তিও হয়। সংস্কৃতে অনেক বিভক্তি। প্রতিটি কারকের জন্য বিভক্তিও আলাদা আলাদা। বাংলায় একই বিভক্তি একাধিক কারকে ব্যবহৃত হয়। যেমন ‘এ’ বিভক্তি কর্তৃ, করণ, অধিকরণ কারকে ব্যবহৃত হয়।

| কারক | বিভক্তি | উদাহরণ |
|---|---|---|
| কর্তৃ | এ য়ে, য়, তে এতে | পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। ‘তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।’ ‘নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে।’ ‘তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না।’ |
| কর্ম | এ য়ে, য়, কে , রে এরে | বৃথা গঞ্জ দশাননে, তুমি বিধুমুখী।’ ‘দুলালে আগলি বক্ষে।’ ‘মাকে জড়াইয়া ধরিত।’ জীবনেরে কে পারে লঙ্ঘিতে? ‘সাত কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।’ |
| করণ | এ য়ে, য়, তে এতে | মোষটার মাথা এক কোপে বেমালুম কাটলে।’ দৃশ্যটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। ‘ছুরিতে মাংস কাটিয়া অস্থি কাটিল না।’ ‘পাথরে পা কেটে গেল।’ |

# প্রয়োগবিশেষে এ বিভক্তি য় য়ে

- প্রয়োগবিশেষে ‘এ’ বিভক্তি ‘য়ে’, ‘য়' হয়। ‘তে’ বিভক্তি ‘এতে' হয়। ‘রে' বিভক্তি ‘এরে' হয়। ‘কে' বিভক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না।

- অকারক সম্বন্ধের জন্য ‘র' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়, প্রয়োগবিশেষে ‘র' হয় ‘এর’। সব কারকে ‘র' বা ‘এর' বিভক্তি হয়।

| কারক | বিভক্তি | উদাহরণ |
|---|---|---|
| নিমিত্ত | কে, রে এরে, এ | গরিবকে দুটো পয়সা দিন বাবু।’ ‘ভক্তেরে দিলেন সব ভগবান।’ ‘সে আমারে গৃহ করে দান।’ ‘দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই প্রিয়জনে।’ ‘অন্ধজনে দেহ আলো।’ |
| অপাদান | এ য়, তে | বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।’ এবারে তার ব্যাবসায় টাকায় টাকা লাভ হয়েছে। ‘ব্যাঘ্রভয়ে কেহই আসিতে স্বীকৃত হইল না।’ ‘ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।’ |
| অধিকরণ | এ য়ে, য়, তে এতে | ‘তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত।’ ‘একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।’ ‘মন্ত্রীমশায় গাড়িতে বসে আছেন।’ |

- তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রয়োগবিশেষে ‘এ’ বিভক্তি ‘য়ে’, ‘য়' হয়। ‘তে’ বিভক্তি ‘এতে' হয়। ‘রে' বিভক্তি ‘এরে' হয়। ‘কে' বিভক্তির কোনো পরিবর্তন হয় না।

- অকারক সম্বন্ধের জন্য ‘র' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়, প্রয়োগবিশেষে ‘র' হয় ‘এর’। সব কারকে ‘র' বা ‘এর' বিভক্তি হয়।

# অনুসর্গ

- শুধুমাত্র বিভক্তি দিয়ে কারকের কাজ হয় না, তাই কিছু শব্দ বিভক্তির কাজ করে। এই শব্দগুলো পদের পরে বসে। কখনও কখনও আগেও বসে। যেমন - বিনা রাজায় কি রাজ্য চলে? এগুলোকে অনুসর্গ বলে।

- অনুসর্গের পূর্ববর্তী পদে বিভক্তি চিহ্ন থাকতেও পারে নাও পারে।

- বাংলায় কর্তৃকারক ও কর্মকারকে অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায় না।

# অনুসর্গ

| কারক | অনুসর্গ | উদাহরণ |
|---|---|---|
| করণ | দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, করিয়া, করে, হইতে, হতে লইয়া, নিয়ে, কর্তৃক | তোমার দ্বারা একাজ হবে না। লাঠি দিয়ে সাপ মারলাম। দড়ি দিয়ে নৌকোর দাঁড় বাঁধা হল। রাম কর্তৃক পুস্তক পঠিত হইবে। |
| নিমিত্ত | জন্য, তরে, নিমিত্ত, লাগিয়া , লাগি | ‘এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে।’ ‘নিমিষের তরে শরমে বাধিল।’ পরের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গে জীবন ধন্য হয়। ‘সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।’ ‘রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।’ |

# অনুসর্গ

| কারক | অনুসর্গ | উদাহরণ |
|---|---|---|
| অপাদান | হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, নিকট, কাছে, কাছ থেকে | তিনি গাড়ি হইতে নামিলেন। ছাদ থেকে লোকটি পড়ে গেল। রাম অপেক্ষা শ্যাম অধিক বুদ্ধিমান। অন্ধকারের চেয়ে আলো মানুষের কাছে অধিক প্রিয়। তোমার কাছে একথা শুনব আশা করতে পারি। |
| অধিকরণ | মধ্যে, মাঝে, ভিতর, ভিতরে, উপর, উপরে, ‘পরে | ঘরের মধ্যে ছাতাটি আছে। মাঠের মাঝে দাঁড়ালাম। বীজের ভিতরে অঙ্কুরের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। ‘দেবতার চেয়ে মানুষের ’পরে তোমার বিশ্বাস বেশি।’ |

| পদ | বিভক্তি / অনুসর্গ | কারক |
|---|---|---|
| পঞ্চায়েত প্রধান | + অ শূন্য | কর্তৃ |
| ত্রাণসামগ্রী | + অ শূন্য | কর্ম |
| কর্মচারীদের দিয়ে | + দিয়ে অনুসর্গ | করণ |
| বন্যার্তদের জন্য | + জন্য অনুসর্গ | নিমিত্ত |
| সরকারি তহবিল থেকে | + থেকে অনুসর্গ | অপাদান |
| তাঁর অফিসে | + এ | অধিকরণ |

# কর্তৃকারক

- যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে, সে কর্তা। ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃসম্বন্ধযুক্ত পদকে বলা হয় কর্তৃকারক।
- যেমন — বনে থাকে বাঘ। আমি কলেজে যাই। প্রতিটি বাক্যের ক্রিয়াকে ‘কে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই হল ক্রিয়ার কর্তা। কর্তৃকারকের আটটি ভাগ

1. প্রযোজক কর্তা
2. প্রযোজ্য কর্তা
3. নিরপেক্ষ কর্তা
4. অনুক্ত কর্তা
5. ব্যতিহার কর্তা
6. সহযোগী কর্তা
7. সমধাতুজ কর্তা
8. বাক্যাংশ কর্তা বা উপবাক্যীয় কর্তা

# প্রযোজক কর্তা

- কর্তা নিজে যখন কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করান তখন হয় প্রযোজক কর্তা।
- যেমন - মা ছেলেকে চাঁদ দেখান 'চাঁদ' দেখা কাজটা মা ছেলেকে দিয়ে করান তাই এখানে 'মা' প্রযোজক কর্তা।
- 'মুনিকন্যা হরিণশিশুকে সযত্নে তৃণাদি খাওয়াইতেন'।
- দিদিমণি ছাত্রছাত্রীদের বাংলা পড়ান।
- বাবা ছেলেকে অঙ্ক করান

# প্রযোজ্য কর্তা

- অপরের প্রেরণায় যখন কেউ কাজ করে তখন তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে।
- যেমন - মা ছেলেকে চাঁদ দেখান 'চাঁদ' দেখা কাজটা ছেলে নিজে করে না। মায়ের প্রেরণায় ছেলে চাঁদ দেখে। ছেলে প্রযোজ্য কর্তা।
- বাবা ছেলেকে অঙ্ক করান
- অবেলায় আমাকে খাওয়াবেন না।
- তারা শিশুটিকে কাঁদাচ্ছে কেন?

# নিরপেক্ষ কর্তা

- বাক্যে অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা আলাদা আলাদা থাকলে, অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হওয়ায় নিরপেক্ষ হয়ে পড়ে, সেজন্য অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে বলা হয় নিরপেক্ষ কর্তা।
- যেমন - সূর্য অস্ত গেলে অন্ধকার নামল। ‘গেলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ‘সূর্য’। ‘নামল' সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সুর্যের সম্পর্ক না থাকায় এখানে সূর্য নিরপেক্ষ কর্তা।
- ঝড় থামলে আমরা দরজা খুললাম।
- সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে।

# অনুক্ত কর্তা

- কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক থাকে না, কর্তা উহ্য বা অনুক্ত থাকে। এইজাতীয় কর্তাকে অনুক্ত কর্তা বলা হয়।
- যেমন - রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীতাঞ্জলি রচিত হইয়াছে কর্মবাচ্য
- মহাশয়ের কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ভাববাচ্য
- তাঁকে টিকিট কিনতে হয়নি। ভাববাচ্য
- নবকুমার ব্যাঘ্র দ্বারা হত হইয়াছে। কর্মবাচ্য

# ব্যতিহার কর্তা

- বাক্যের মধ্যে একই ক্রিয়ার দুই কর্তার পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পাদনের অর্থ প্রকাশিত হলে , ওই দুই কর্তাকে বলা হয় ব্যতিহার কর্তা।
- যেমন - পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক হয়।
- ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে।
- রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়।

# সহযোগী কর্তা

- একটি বাক্যে ক্রিয়ার দুই কর্তার মধ্যে পারস্পরিকতা না বুঝিয়ে সহযোগিতা বোঝালে সহযোগী কর্তা হয়।

- যেমন - আমাদের বড়োবাবুর দাপটে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়।

# সমধাতুজ কর্তা

- ক্রিয়াপদ যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, সেই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বিশেষ্য পদ ওই ক্রিয়ার কর্তা হলে তাকে বলা হয় সমধাতুজ কর্তা।
- যেমন - উৎসবের বাজনা বাজছে। ‘বাজ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বিশেষ্য পদ ‘বাজনা’, ‘বাজ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়া ‘বাজছে’।

# বাক্যাংশ কর্তা বা উপবাক্যীয় কর্তা

- সমাপিকা ক্রিয়াবিহীন বাক্যাংশ বা বাক্যের উপাদান বাক্য বা খণ্ডবাক্য বাক্যের কর্তারূপে প্রযুক্ত হলে, তাকে বাক্যাংশ কর্তা বা উপবাক্যীয় কর্তা বলে।
- যেমন - 'তেলামাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির একটি বিশেষ রোগ'।
- সূর্য পূর্বদিকে ওঠে - একথা সর্বজনবিদিত।
- 'ভয় কারে কয় নাইকো জানা'।

# কর্মকারক

- কর্তা যা করে তা কর্ম। যে পদ ক্রিয়ার সঙ্গে কর্ম সম্বন্ধ নিষ্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলা হয়। যেমন - 'স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী'। 'বর সভাস্থ করা যাইবে না'। প্রতিটি বাক্যের ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই হল ওই ক্রিয়ার কর্ম। কর্মকারকের ছটি ভাগ।
- মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম
- উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম
- সমধাতুজ কর্ম
- অনুক্ত কর্ম
- অক্ষুণ্ণ কর্ম
- বাক্যাংশ কর্ম বা উপবাক্যীয় কর্ম

# মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম

- সকর্মক ক্রিয়া বাক্যের দ্বিকর্মক ক্রিয়ারূপে প্রযুক্ত হলে, ওই ক্রিয়াপদের সঙ্গে মুখ্য সম্পর্কযুক্ত কর্মটি হয় মুখ্য কর্ম, আর গৌণ সম্পর্কযুক্ত কর্মটি হয় গৌণ কর্ম।

- মুখ্য কর্মটি হয় বস্তুবাচক, গৌণ কর্মটি হয় প্রাণীবাচক।

- যেমন - ‘তা হলে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতামহাশয়কে এই রামায়ণ পড়তে দেখেছেন’। ‘এই রামায়ণ’ মুখ্য কর্ম, ‘পিতামহাশয়কে’ গৌণ কর্ম।

- শিক্ষকমহাশয় আমাদিগকে ইংরেজি পড়ান।

- জগদীশ ভাইকে চিঠি লিখবে।

# উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম

- কিছু ক্রিয়ার কর্মের পরিপূরক হিসেবে অন্য যে পদ ব্যবহার করা হয়, সেই পরিপূরক পদকে বলা বিধেয় কর্ম, আর আসল কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম।
- উদ্দেশ্য কর্ম বিভক্তিযুক্ত, বিধেয় কর্ম হয় বিভক্তি শূন্য। যেমন - 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই'
- আমরা চিত্তরঞ্জন দাশকে দেশবন্ধু বলি।
- দেশবাসী তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেছেন

# সমধাতুজ কর্ম

- ক্রিয়াপদটি যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, সেই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বিশেষ্যপদ ওই ক্রিয়ার কর্ম হলে, তাকে বলা হয় সমধাতুজ কর্ম। যেমন - লোকটি কি ঘুমই না ঘুমাল। ‘ঘুম্’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ক্রিয়া ‘ঘুমাল’, আর ‘ঘুম্’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বিশেষ্যপদ ‘ঘুম’।
- সমধাতুজ কর্মে শূন্য বিভক্তি হয়। অকর্মক ক্রিয়া সকর্মকরূপে ব্যবহৃত হয়।
- ছেলেটি কী দৌড়ই না দৌড়াল।
- মেয়েটি কি নাচই না নাচল।

# অনুক্ত কর্ম ও অক্ষুণ্ণ কর্ম

- সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম উহ্য থাকলে, তাকে বলা হয় অনুক্ত কর্ম।
- যেমন - ‘কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান’।
- ছাত্রেরা আজ পড়বে না।
- কর্মবাচ্যে দ্বিকর্মক ক্রিয়ার একটি কর্ম অপরিবর্তিত থাকলে, তাকে বলা অক্ষুণ্ণ কর্ম।
- যেমন - ছাত্রটিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হল। সভাপতিকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হবে।

# বাক্যাংশ কর্ম বা উপবাক্যীয় কর্ম

- সমাপিকা ক্রিয়াবিহীন বাক্যাংশ বা বাক্যের উপাদান বাক্য বা খণ্ডবাক্য বাক্যের কর্মরূপে যুক্ত হলে, তাকে বাক্যাংশ কর্ম বা উপবাক্যীয় কর্ম বলে। যথা - ‘সবেতে তার গা ঝাড়া ভাব আমরা সইতে পারি না’।
- রক্তাক্ত ক্ষতস্থানটা কে না দেখেছে?
- নিমাইবাবু কহিলেন, ‘তোমার নাম কী হে?’
- তার মা বলে - ‘ঘুঁটে -কুড়ানোর কোন্ গল্প বল তো?’

# করণ কারক

- যার সাহায্যে কর্তা কাজ সম্পন্ন করে তাকে, তা হল করণ। যে পদ ক্রিয়ার সঙ্গে করণসম্বন্ধ নিষ্পন্ন করে, তাকে করণ কারক বলে। যেমন - এ কলমে ভালো লেখা হয়। ব্যায়ামে দেহ সুগঠিত হয়। আমরা চোখ দিয়ে দেখি। করণের ভাগ

- **যন্ত্রাত্মক করণ** - পার্থিব বস্তু বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দিয়ে কার্যসম্পাদনের সাধন হলে বা উপায়রূপে ব্যবহৃত হলে, তাকে যন্ত্রাত্মক করণ বলা হয় । যেমন ছুরি দিয়ে পেনসিল কাটা হয়। টাকায় সবই হয়। শিল্পী রং-তুলি দিয়ে ছবি আঁকেন।

- **উপায়াত্মক করণ** - পার্থিব বস্তু বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দিয়ে কার্যসম্পাদনের সাধন বা উপায় না হলে, তাকে উপায়াত্মক করণ বলা হয়। যেমন ‘আনন্দে করিবে পান সুধা নিরিবধি’। নিয়মিত শরীরচর্চায় দেহ সুঠাম হয়।

- **হেতুময় করণ** - হেতু বা কারণ অর্থ বোঝাতে হেতুময় করণ হয়। যেমন - ‘মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত মাতিয়া উঠিয়াছিল’। ‘লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্ছে।’ ‘ভয়ে প্রাণ কাঁপতে লাগল।’

# করণ কারক

- **কালাত্মক করণ** - সময় বা কালজ্ঞাপক করণকে কালাত্মক করণ বলে। যেমন - তিরিশ দিনে এক মাস হয়। ‘দুই দণ্ডে চলে যায় দুই দিনের পথ।’

- **সমধাতুজ করণ** - ক্রিয়াটি যে ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, সেই ধাতু থেকে করণ নিষ্পন্ন হলে, তাকে সমধাতুজ করণ বলা হয়। যেমন - ‘মায়ার বাঁধনে বেঁধেছ আমায়।’ সে ঝাড়ন দিয়ে ঘর ঝাড়ছে।

- **লক্ষণাত্মক করণ** - লক্ষণ-প্রকাশক করণকে লক্ষণাত্মক করণ বলে। যেমন - ‘শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।’ লোকটা বীরত্বে অর্জুন।

- **করণের বীপ্সা** - পোস্টারে পোস্টারে দেয়াল ছয়লাপ। ‘পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী।’

# নিমিত্ত কারক

- স্বত্বত্যাগ করে কোনো কিছু দান করলে হয় সম্প্রদান কারক। সংস্কৃতে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্প্রদান সম্বন্ধকে সম্প্রদান কারক বলে। সংস্কৃতে সম্প্রদান কারকের জন্যে চতুর্থী বিভক্তি নির্দিষ্ট। বাংলায় সম্প্রদান কারকের জন্যে কোনো বিভক্তি নির্দিষ্ট করা নেই। সাধারণত কর্মকারকের বিভক্তি দিয়ে সম্প্রদানের কাজ চালানো হয়। যেমন - ক্ষুধাতুরকে অন্ন দাও। ‘ক্ষুধাতুর’ শব্দটার সঙ্গে ‘কে' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। গৌণ কর্মেও একই বিভক্তি ব্যবহার করা হয়। যেমন - যদুকে গল্পটি বল।

- নিমিত্ত কারকের আরও উদাহরণ - ‘বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।’ জলের নিমিত্ত যাওয়া। সুতরাং ‘চল’ ক্রিয়ার সঙ্গে জলের নিমিত্ত-সম্পর্ক আছে।

- ‘তোমার পতাকা যারে দাও।’ অর্থাৎ যার জন্যে। ‘মৃতজনে দেহ প্রাণ’ ইত্যাদি।

# অপাদান কারক

- যা থেকে কোনো কিছু চলিত, ভীত, গৃহীত, রক্ষিত, পতিত, বিরত, উৎপন্ন হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। যে পদ ক্রিয়ার সঙ্গে অপাদান সম্বন্ধ নিষ্পন্ন করে, তাকে বলা হয় অপাদান কারক। যেমন - তিল থেকে তেল হয়। বাদল মেঘে বৃষ্টি হয়।
- আধার বা স্থানবাচক অপাদান - ‘রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন’। ‘রাজার কাছ থেকে এ সম্মান পেয়েছেন’।
- কালবাচক অপাদান - ১৯৪৭ সাল থেকে দেশে স্বাধীন জাতীয় সরকার হয়েছে। মাসের চতুর্থ দিন থেকে লোকটা অসুখে ভুগছে।
- দূরত্ববাচক অপাদান - ‘বুঁদির কেল্লা চিতোর হতে যোজন তিনেক দূর’।
- তারতম্যবাচক অপাদান - লতার চেয়ে সুতপা বয়সে বড়ো। রাম অপেক্ষা শ্যাম অধিক বুদ্ধিমান।

# অধিকরণ কারক

- ক্রিয়ার আধার হল অধিকরণ। যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে বাক্যস্থিত ক্রিয়ার আধার কাল, স্থান, বিষয় ইত্যাদি বোঝায়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন - বনে বাঘ আছে। ‘শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না।’ অধিকরণের ভাগ

- **স্থানাধিকরণ** - যে স্থানে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যেমন - ‘তোমার সোনার দেবালয়ে না লয়ে আশ্রয়।’

- **কালাধিকরণ** - যে কালে বা যে সময়ে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় সেই কালজ্ঞাপক অধিকরণকে কালাধিকরণ বলে। যেমন - বেলা দশটায় বাজার খোলে।

- **বিষয়াধিকরণ** - কোনো বিষয় বা ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হলে বিষয়াধিকরণ হয়। যেমন - ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।

- **অধিকরণে বীপ্সা** - ‘ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে।’ ‘পাতায় পাতায় পড়ে নিশায় শিশির।’ ‘বিহারী দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়াইলেন।’

# অধিকরণের ভাগ

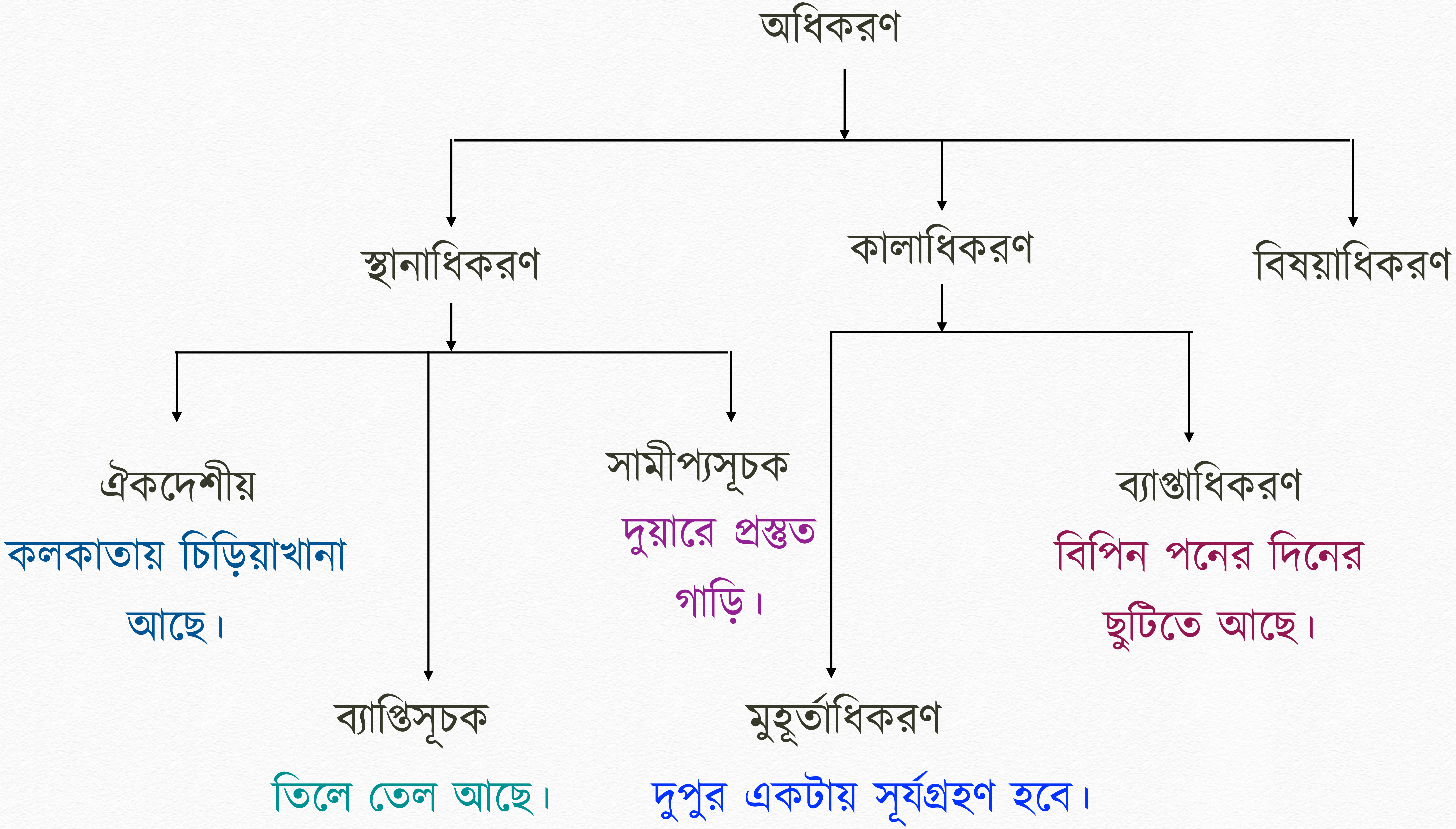

- অধিকরণ
  - স্থানাধিকরণ
    - ঐকদেশীয়
      কলকাতায় চিড়িয়াখানা আছে।
    - ব্যাপ্তিসূচক
      তিলে তেল আছে।
    - সামীপ্যসূচক
      দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।
  - কালাধিকরণ
    - মুহূর্তাধিকরণ
      দুপুর একটায় সূর্যগ্রহণ হবে।
    - ব্যাপ্তাধিকরণ
      বিপিন পনের দিনের ছুটিতে আছে।
  - বিষয়াধিকরণ

# সহায়ক গ্রন্থ

- বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা প্রসঙ্গ, কালীপদ চৌধুরী